একজন বাস্তব যীশু

"আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে,
একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ,
তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়" *(যোহন ১৭:৩)*

বাইবেল বেসিকস্ঃ লিফলেট ৬

আসল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের পুত্র, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ। ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার ভিত্তি যীশুর জীবনাচরণ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জগতে যীশুর আগমনের কারণ, ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাঁর প্রকৃত অবস্থান এবং আমরা কিভাবে তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হই।

তাঁর নির্মম মৃত্যুর আগে যীশু তাঁর পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এই বলে -

- "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়" (যোহন ১৭:৩)।

কুমারীর গর্ভে জন্ম

যীশু যে মরিয়ম নামের একজন নির্দোষ কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করবেন তা প্রায় দুই হাজার বছর আগে স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মরিয়মের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে জানান –

- "তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে; আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন; তিনি যাকোব-কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাঁহার রাজ্যের শেষ হইবে না। তখন মরিয়ম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।"। (লূক ১:৩১-৩৫)

পবিত্র আত্মার শক্তি (ঈশ্বরের শ্বাসপ্রশ্বাস/ক্ষমতা) মরিয়মের উপর কাজ করায় কুমারী হওয়া সত্ত্বেও মরিয়ম যীশুকে গর্ভে ধারণ করেন। আর এ কারণেই যোষেফ যীশুর প্রকৃত বাবা ছিলেন না। পবিত্র আত্মার শক্তি মরিয়মের উপর কাজ না করলে তিনি ঈশ্বরের পুত্র যীশুকে এই জগতে নিয়ে আসতে পারতেন না।

যীশু ছিলেন ঈশ্বরের "এক জাত পুত্র" (যোহন ৩:১৬)। আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁকে সেভাবে করা হয়নি। এই ঘটনা ঈশ্বরের সাথে যীশুর ঘনিষ্ঠতার বিষয়টি প্রমাণ করে এবং তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রকৃতগত বা স্বভাবজাত আকাঙ্খাকে প্রকাশ করে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যীশুর অবস্থান

ঠিক সৃষ্টির শুরু থেকেই সববিষয়ে ঈশ্বরের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন (যোহন ১:১)। সেই শুরু থেকেই ঈশ্বর তাঁর একজন পুত্র সন্তান নিয়ে পরিকল্পনা করেছিলেন। খ্রীষ্টকে নিয়ে ঈশ্বরের বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে; ইস্রায়েল জাতির আদি পিতাদের কাছে, বহু ভাববাদীদের কাছে ও মোশীর কাছে দেওয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে এ বিষয়ে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাও করেছেন। মরিয়মের মাধ্যমে দৈহিকভাবে তিনি বাস্তবে এই জগতে আসলেও সৃষ্টির শুরু থেকেই তিনি ঈশ্বরের মনে ও তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিলেন।

ইব্রীয় ১:৪-৭,১৩,১৪ পদ বলে যে, যীশু স্বর্গদূত ছিলেন না; এই জগতে তার বাস্তব মানব জীবন যাপনের সময় তিনি এমনকি স্বর্গদূত থেকে কম ছিলেন (ইব্রীয় ২:৭), কিন্তু তা স্বত্বেও তিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র হিসাবে পরবর্তীতে আরও অনেক বেশী গৌরাবান্বিত মহিমান্বিত হন (যোহন ৩:১৬)। প্রেরিত পৌল যীশুর অবস্থানকে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করেছেন -

- "তিনি [খ্রীষ্ট] জগৎ পত্তনের অগ্রে পূর্বলক্ষিত ছিলেন, কিন্তু কালের পরিণামে তোমাদের নিমিত্ত প্রকাশিত হইলেন" (১ম পিতর ১:২০)।

এ কারণেই যীশু সুসমাচারের প্রাণকেন্দ্র -

- "...যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভাববাদিগণের দ্বারা পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার পুত্র বিষয়ক, যিনি মাংসের সম্বন্ধে দায়ূদের বংশজাত, যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দিষ্ট" (রোমীয় ১:১-৪)।

খ্রীষ্টের ইতিহাস সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় -

১. পুরাতন নিয়মের সময়ে প্রতিজ্ঞা – যেমন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা
২. রাজা দায়ূদের বংশধর হিসাবে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে তিনি একজন পূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে সৃষ্ট হয়েছেন।
৩. তাঁর নির্দোষ ও নিষ্পাপ বাস্তব জীবন যাপনের কারণেই ("পবিত্রতার আত্মা") তিনি তাঁর মরণশীল জীবনের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়েছেন।
৪. প্রেরিতদের পবিত্র আত্মা নির্ভর প্রচারের মাধ্যমে তিনি "ঈশ্বরের পুত্র" হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষিত হন।

ঈশ্বরের পূর্ব জ্ঞান-পরিকল্পনা

যে কোন বিষয়ের মত এ বিষয়েও ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান অনুসারে পূর্ব পরিকল্পনা করেছিলেন। আমরা যদি এ বিষয়টিকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি যে, যীশুর সম্পর্কে যা কিছু ঘটবে সেগুলি সবই ঈশ্বরের জানা ছিল তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যীশু রক্ত মাংসের দেহে এই জগতে আসার পূর্বে যীশুর সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা কত মহান ও ব্যাপক ছিল। এ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, 'ভবিষ্যতে' কি ঘটবে তা ঈশ্বর ভালো করেই জানেন। এ জন্য যার অস্তিত্ব নাই বা যা ঘটছে না এমন বিষয় সম্পর্কেও ঈশ্বর কথা বলতে পারেন বা চিন্তা করতে পারেন –

- "...এবং যাহা নাই, তাহা আছে বলেন।" (রোমীয় ৪:১৭)।
- "আমি শেষের বিষয় আদি অবধি জ্ঞাত করি, যাহা সাধিত হয় নাই, তাহা পূর্বে জানাই, আর বলি, আমার মন্ত্রণা স্থির থাকিবে, আমি আপনার সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিব।" (যিশাইয় ৪৬:১০)।

এই কারণে যদি তারা জীবিত হয় তবে ঈশ্বর তাদের সংগে কথা বলতে পারেন এবং তারা যদি তাদের জন্মের পূর্বেই জীবিত থাকেন তবুও ঈশ্বর তাদের সংগে কথা বলতে পারেন।

ঈশ্বরের বাক্য সৃষ্টির শুরু থেকেই খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলছেন। যীশু সব সময়ই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা সন্তুষ্টির মধ্যে ছিলেন। এ সবের ফলশ্রুতিতে এটা নিশ্চিত ছিল যে, যে কোন একসময় যীশু দৈহিকভাবে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করবেন। এভাবে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর অবশ্যই তাঁর পরিকল্পনা পূরণ করবেন।

পবিত্র শাস্ত্রের বহুস্থানে ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা প্রকাশের বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে। ঈশ্বর তাঁর পূর্ব পরিকল্পনার বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, অব্রাহামের কাছে করা প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছিলেন। যে কারণে ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন, "এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম" (আদিপুস্তক ১৫:১৮)। এটা এমনই একসময়ে বলা হল যখন অব্রাহামের সন্তানও হয়নি (আদিপুস্তক ১৭:৫)।

দৈহিকভাবে যীশু কোন কিছু করার পূর্বে ঈশ্বরের হৃদয়ে ও পরিকল্পনায় সৃষ্টির বহু আগে থাকতেই যা কিছু ছিল সেগুলি নানা ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। "জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবক" (প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮)। যীশু আক্ষরিক অর্থে তখনই মৃত্যুবরণ করেননি, বরং "ঈশ্বরের এই মেষশাবক" পুরাতন নিয়মের এই কথাটি লেখার প্রায় চার হাজার বছর পর ক্রুশের উপরে মারা যান (যোহন ১:২৯; ১ম করিন্থীয় ৫:৭)।

ঠিক যীশুর মতই বিশ্বের সকল বিশ্বাসী, যারা যীশুতে বিশ্বাস করেন (ইফিষীয় ১:৪; এই পদে যীশুর জন্য যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল এখানেও সেই একই শব্দ "মনোনীত" ব্যবহার করা হয়েছে) তাদেরকেও একইভাবে মনোনীত করা (১ম পিতর ১:২০)।

মানুষ হিসাবে আমরা সহজে ধারণা করতে পারি না যে, ঈশ্বর কিভাবে সকল সময়ের উর্ধ্বে উঠে কাজ করতে পারেন। একমাত্র বিশ্বাসই আমাদেরকে এই সময়ের উর্ধ্বে না উঠেও ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে সবকিছু চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে।

ঈশ্বর ও যীশুর মধ্যে পার্থক্য

'খ্রীষ্টের মাঝে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি' (যেমন ২য় করিন্থীয় ৫:১৯) দেখা যায় বাইবেলের এই বিষয়ের সাথে "খ্রীষ্টের মানবিকতা" বা ''মানব খ্রীষ্ট" সম্পর্কিত বিষয়ের একটি অপূর্ব ভারসাম্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত দুটি বিষয়ই বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য বাইবেলের কোন পদেই এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি যে, যীশুই স্বয়ং ঈশ্বর। ১ম তীমথিয় ২:৫ পদে ঈশ্বর ও যীশু সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বেশ পরিষ্কার সারসংক্ষেপ পাওয়া যায় –

- "**একমাত্র** ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে **একমাত্র মধ্যস্থও** আছেন, তিনি **মনুষ্য**, খ্রীষ্ট যীশু।"

এই বাক্যের বিশেষণ করলে নিম্নলিখিত সারসংক্ষেপগুলি পাওয়া যায় –

১. পিতাই হলেন ঈশ্বর (১ম করিন্থীয় ৮:৬, যিশাইয় ৬৩:১৬; ৬৪:৮)।

২. এই একক ঈশ্বর এর একজন মাত্র মধ্যস্থতাকারী মানুষ আছেন যিনি যীশু খ্রীষ্ট অর্থাৎ "...একমাত্র মধ্যস্থ ..." এই সব শব্দ বা বাক্যাংশগুলি ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সাথে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রকাশ করে।

৩. "মধ্যস্থ" কথাটির অর্থ, খ্রীষ্ট উভয়ের মধ্যেই সমানভাবে যায় বা প্রযোজ্য। তাই একজন 'মধ্যস্থ' সবসময় পাপহীন ও পাপপূর্ণ উভয়ের মাঝেই প্রযোজ্য, কিন্তু ঈশ্বর কখনই পাপে পূর্ণদের সাথে থাকতে পারেন না কিংবা পাপ সম্পর্কিত কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারেন না। যীশু ঈশ্বর হলে তাকে অবশ্যই পাপহীন হতে হত – তিনি **মানুষ** খ্রীষ্ট হিসাবে কখনই সম্পূর্ণ পাপহীন হতে পারেন না, এজন্য তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক।

যীশুর প্রকৃতি

ইংরাজী "নেচার" (Nature) বা বাংলায় 'প্রকৃতি' শব্দটি দ্বারা প্রকৃতিগত বা জন্মগত বা মৌলিক অবস্থাকে বোঝায়। বাইবেলে শুধুমাত্র দুটি প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে– তার একটি হচ্ছে, ঈশ্বরের প্রকৃতি ও অন্যটি হচ্ছে, মানব প্রকৃতি। ঈশ্বরের প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বর কখনই মৃত্যুবরণ করতে বা প্রলোভিত ইত্যাদি হতে পারেন না। এই পৃথিবীর জীবনাচরণে যীশু ছিলেন সম্পূর্ণভাবে মানব প্রকৃতির, কখনই ঈশ্বরের প্রকৃতি তাঁর মধ্যে ছিল না। এটা বড় লক্ষ্যণীয় একটা বিষয় এই যে, যীশু আমাদের মতই প্রলোভিত বা পরীক্ষিত হয়েছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৫), যেন তার নিষ্পাপ স্বভাবের দ্বারা পরীক্ষাতে জয়লাভের কারণে আমরাও ক্ষমা লাভ করতে পারি।

ভুল আকাংখা, যা আমাদের সকল পরীক্ষার মূল কারণ, সেটি উৎপন্ন হয় আমাদের হৃদয়ের মধ্যেই (মার্ক ৭:১৫-২৩), যা মূলতঃ আমাদের মানব প্রকৃতি (যাকোব ১:১৩-১৫)। ফলশ্রুতিতে এটা খুবই প্রয়োজন ছিল যেন, যীশু মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হন, ফলে তিনি যেন এধরণের প্রলোভন পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করতে ও তার উপর জয়লাভ করতে পারেন।

- "সেই সন্তানগণ যখন রক্তমাংসের ভাগী, তখন তিনি নিজেও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন; যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ববিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহারা মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। কারণ তিনিত দূতগণের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহায্য করিতেছেন। অতএব সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। কেননা তিনি নিজে পরীক্ষিত হইযা দুঃখভোগ করিয়াছেন বলিয়া পরীক্ষিতগণের সাহায্য করিতে পারেন।" (ইব্রীয় ২:১৪ -১৮)

এই পদগুলি এই সত্যকেই প্রমাণিত করে যে, যীশুর প্রকৃতি ছিল মানবীয় -

- "...তিনি নিজেও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন" (ইব্রীয় ২:১৪)।

এই পদগুলি একই অর্থের তিনটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে, সেগুলি যীশুর মানবীয় প্রকৃতির বিষয়টিকে যুক্তি প্রদান করে। সেগুলি হচ্ছে, যীশু খ্রীষ্ট অব্রাহামের বংশধর (২:১৬), যিনি বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসবার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন, সকল দিক দিয়ে তিনি যে তার সাথী সকলের মত হতে পারেন (২:১৭)। যেন ঈশ্বর তাঁর ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রদান করতে পারেন।

ক্ষমা

বাপ্তিস্ম গ্রহণকারী বিশ্বাসীরা পাপ করে ফেললেও সরাসরি ঈশ্বরের কাছে আসতে পারেন, পাপস্বীকার করে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করতে পারেন (১ম যোহন ১:৯); ঈশ্বর এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, অন্যান্য সকলের মতই তিনিও পাপ করার ব্যপারে প্রলোভিত হয়ে পরীক্ষিত হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি নিষ্পাপ তাই মানুষ হিসাবে সকলে ব্যর্থ হলেও, যীশু অবশ্যই পরীক্ষায় জয় লাভ করবেন। আর এ কারণে ঈশ্বর "যীশু খ্রীষ্টের নামে" আমাদেরকে ক্ষমা করতে পারেন (ইফিষীয় ৪ :৩২)।

- "ঈশ্বর...[তাঁর] নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসে পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন" (রোমীয় ৮:৩)।

"পাপ" বলতে প্রকৃতিদন্ড দুর্বলতা বা অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে, যা আমাদের মধ্যে জন্মগত ভাবেই আসে। আমরা অবিরত পাপ করেই চলি, এবং আমরা জানি, "পাপের বেতন মৃত্যু" (রোমীয় ৬:২৩)। এই দুর্বল অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষের প্রয়োজন ছিল ঈশ্বরের সাহায্য নেওয়া। ফলে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য দিলেন, যিনি মানুষের মতই 'পাপ দেহ' গ্রহণ করলেন এবং আমাদের মাংসীক স্বভাবের সবকিছুই তাঁর মধ্যে ছিল। কিন্তু অন্যসব মানুষ যেটা পারেনা, যীশু সেই সব ধরনের প্রলোভনকে সম্পূর্ণভাবে জয় করলেন।

যীশুর মানব প্রকৃতি

সুসমাচারগুলির বর্ণনা পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, যীশু সম্পূর্ণভাবে মানবীয় প্রকৃতির একজন ব্যক্তি ছিলেন। যীশু বেশ তৃষ্ণার্ত হলেন এবং জল পান করার জন্য কুয়ার কাছে গেলেন (যোহন ৪:৬)। লাসারের মৃত্যুর খবর পেয়ে "যীশু কাঁদলেন" (যোহন ১১:৩৫)। চূড়ান্তভাবে, তাঁর শেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ এর বাস্তব ঘটণাসমূহ তাঁর মানব প্রকৃতিকেই স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, "আমার প্রাণ উদ্বিগ্ন হইয়াছে" এই প্রার্থনা করার সময় যীশু ক্রুশের উপর ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্যও প্রার্থনা করেন তাঁর পিতা ঈশ্বরের কাছে (যোহন ১২:২৭)। যীশু "প্রার্থনা কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক" (মথি ২৬:৩৯)।

সেই শিশুকাল থেকে "যীশু জ্ঞানে (যেমন আত্মিক পরিপক্কতায়, ইফিষীয় ৪ :১৩) ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন" (লূক ২:৫২, ২:৪০ পদও দেখুন)। এগুলি যীশু দৈহিক ও আত্মিক উভয় বৃদ্ধিতে সমান্তরালভাবে দেখানো হয়েছে।

যীশুর এভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি বাধ্য থাকার বিষয়গুলি আমরা শিখতে পারি। যীশু সবসময়ই তাঁর পিতা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকবার উদাহরণ দেখিয়েছেন, যা আমাদের জন্য পরম শিক্ষানীয়।

- "যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন; এবং সিদ্ধ হইয়া আপনার আজ্ঞাবহ সকলের অনন্ত পরিত্রাণের কারণ হইলেন"।(ইব্রীয় ৫:৮-৯; আরও দেখুন ফিলিপীয় ২:৭ ,৮)।

যীশুকে অনেক বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করতে হয়েছিল, ধার্মিক হওয়ার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করতে হয়েছিল, ঈশ্বর কখনই তাকে কোন ব্যাপারে জোড় করেননি, যে কারণে তিনি স্বাধীন ব্যক্তি স্বত্তা নিয়ে জীবন যাপন করলেও ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ছিলেন। যীশু সত্যিকারভাবেই আমাদেরকে ভালো বেসেছিলেন এবং একান্ত তার মন থেকেই ক্রুশের উপর তাঁর জীবন দেন আমাদের জন্য। আমাদের জন্য ক্রুশের উপর যীশুর জীবন উৎসর্গ করার ব্যাপরটি যদি ঈশ্বরের জোড় করার কারণে হয়ে থাকে তবে যীশু আমাদেরকে ভালোবাসেন বলে যে, বাইবেলে বার বার বলা হয়েছে সেটি অনেকটা অর্থহীন হয়ে যায় (ইফিষীয় ৫:২ ,২৫; প্রকাশিত বাক্য ১:৫; গালাতীয় ২:২০)। ঈশ্বরের বাধ্য থাকা বা না থাকার বিষয়টিই আমাদেরকে তাঁর ভালোবাসার স্বীকৃতি দান করতে পারে এবং তাঁর সাথে ব্যক্তিগত একটি সম্পর্ক তৈরী করতে সাহায্য করে।

যীশু আসলে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন, যেকারণেই ঈশ্বর তাঁর প্রতি এতটা সন্তুষ্ট ছিলেন।

- "পিতা আমাকে এই জন্য প্রেম করেন, কারণ আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যেন পুনরায় তাহা গ্রহণ করি। কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি..." (যোহন ১০:১৭-১৮)

আমার জন্য এগুলির অর্থ কি ?

প্রকৃত যীশু খ্রীষ্টকে সঠিকভাবে বোঝার উপরই পরিত্রাণ নির্ভর করে (যোহন ৩:৩৬; ৬:৫৩; ১৭:৩)। আমরা একবার যদি তাঁর মৃত্যু ও পাপকে জয় করার বিষয়গুলি সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে আমরা পরিত্রাণের মাধ্যমে তা সহভাগী করে নেবার জন্য তাঁর নামে বাপ্তিস্ম নিতে পারি।

আমরা যেমন পরীক্ষা প্রলোভনের মুখোমুখি হই আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে, তেমনি তিনিও সেগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন বিধায় আমাদের কাছে তিনি বাস্তব হয়ে এসেছেন। ঈশ্বরের এই প্রতিনিধির ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্তের কারণেই আমরা ক্ষমার শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি। তাই আমাদের নিম্নমানের স্বভাব আচরণকে উচ্চ মান সম্পন্ন করার জন্য তিনিই বড় অনুপ্রেরণা।

যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের মতবাদ গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আমরা প্রার্থনা করতে সমর্থ হই; "তাঁহাতেই [যীশুতে] আমরা তাঁহার উপরে বিশ্বাস দ্বারা সাহস, এবং দৃঢ় প্রত্যয়পূর্বক উপস্থিত হইবার ক্ষমতা, পাইয়াছি", শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারাই; কিন্তু বিশ্বাস করার ফলেই আমরা এই প্রবেশাধিকার পেয়েছি (ইফিষীয় ৩:১২)। যীশু খ্রীষ্টতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা দৈহিকভাবে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আসতে পারি পরিষ্কার বিবেকে ও খাঁটি হৃদয় নিয়ে (ইব্রীয় ৪ :১৬)।

আমরা যখন খ্রীষ্টের জন্য স্বাক্ষ্য দান করব তখন তাঁর 'সাহস' আমাদের মাঝে এক অপূর্ব সাহসীকতা হিসাবে প্রকাশ পাবে (২য় করিন্থীয় ৩:১২; ৭:৪)। আর এই সাহসীকতাই প্রাথমিক মণ্ডলীকে বিশেষ এক চরিত্র দান করেছে (প্রেরিত ৪:১৩ ,২৯ ,৩১ পদ; ফিলিপীয় ১:২০)।

ঈশ্বর অনন্ত অসীম কাল ধরে বিরাজ করছেন এবং মাত্র ২ হাজার বছর আগে তিনি তাঁর একমাত্র সন্তানকে আমাদের জন্য দিয়েছেন। এবং তাঁর সেই সন্তান ছিল সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষ, যিনি মানুষ হিসাবে পৃথিবীতে এসেই মানুষকে বাঁচালেন। এই যীশুই, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের সবার পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যেন আমরা এই জগতের ক্ষণিক সময়ের জীবন যাপনকে পলায়নপর মনোবৃত্তিতে না দেখে আনন্দজনক হিসাবে উপভোগ করতে পারি।

যীশু মারা গিয়েছিলেন যেন ঈশ্বর সহজেই মানুষের পরিত্রাণের জন্য কাজ করতে পারেন। যীশু খ্রীষ্ট অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে আপনার-আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। যখনই এই মৃত্যুর কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি তখন আমরা শুধুই আশ্চর্য্য হই এবং ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতি আমরা শ্রদ্ধায় অবনত হই।

ত্রিত্ববাদ-শাস্ত্রসম্মত নয়

খ্রীষ্ট সম্পর্কিত বাইবেলের পরিষ্কার শিক্ষা ত্রিত্ব মতবাদকে কখনই সমর্থন করে না। নীচের আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনা করুন – লূক ১:৩১-৩৫ পদ বলে, যীশুই হবেন ঈশ্বরের পুত্র। এই বাক্যের মধ্যে বেশ কিছু 'ভবিষ্যত কাল'-এর শব্দ লক্ষণীয়। মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণের আগে যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

যোহন ৩:১৬ পদ বলে, যীশুই ঈশ্বরের "এক জাত পুত্র"। মা মরিয়মের গর্ভে তিনি জন্মলাভ করার সময়ই (এই ধারণার সূচনা, লূক ১:৩১) তার শুভসূচনা হয়েছিল। যীশু ঈশ্বরের এক জাত পুত্র হলে তাঁর পিতা বয়সে তাঁর থেকে বড়। কিন্তু ঈশ্বরের কোন শুরু নাই (গীতসংহিতা ৯০:২)। ফলে যীশু কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না। মরিয়মকে সুসমাচারে খ্রীষ্টের "মা" হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু মরিয়মের জন্মের আগে যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

''ত্রিত্ব'' কথাটি বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় না।

১ম তীমথিয় ২:৫ পদ, "একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু"। (১ম করিন্থীয় ৮:৬; যিশাইয় ৬৩:১৬; ৬৪:৮)।

ঈশ্বর কখনই একজন মানুষ নন (গণনা পুস্তক ২৩:১৯; হোশেয় ১১:৯) তা সত্ত্বেও যীশু খ্রীষ্ট "মনুষ্যপুত্র" ছিলেন।

যীশু খ্রীষ্ট, "পরাৎপরের পুত্র" (লূক ১:৩২)। এক মাত্র ঈশ্বরই 'পরাৎপর' আর যীশু "পরাৎপরের পুত্র" হওয়ার কারণে তিনি নিজে কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না।

ঈশ্বর ও যীশুর ক্ষেত্রে বাইবেল বহুবার "পিতা" ও "পুত্র" শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে– এটাও দেখায় যে তারা একেবারে সমান নন। বাবার সাথে ছেলের অনেক দিক দিয়ে মিল থাকতে পারে; কিন্তু তারা দুজনে কখনই 'সমান' বা এক ব্যক্তি হতে পারেন না।

যীশু "সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের তুল্য" হয়েছিলেন (ইব্রীয় ২:১৭) এ কারণে যেন তিনি তাঁর সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে তাদেরকে (আমাদেরকে) ক্ষমা করে পরিত্রাণ এনে দিতে পারেন। আমরা যদি বলি যীশু কোনভাবেই বা সম্পূর্ণভাবে মানুষ ছিলেন না তাহলে তার সুসমাচারকে অস্বীকার করা হয়।

এভাবে ঈশ্বরের সাথে যীশুর আরও অনেক পার্থক্য দেখানো যাবে যেগুলি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে যীশুই স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না।

ঈশ্বর	যীশু খ্রীষ্ট
"ঈশ্বরের পরীক্ষা করা যাইতে পারে না" (যাকোব ১:১৩)	"যীশু...তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন ..." (ইব্রীয় ৪:১৫)
ঈশ্বর কখনই মরতে পারেন না– প্রকৃতিগতভাবেই তিনি অমরনশীল (গীতসংহিতা ৯০:২; ১ম তীমথিয় ৬:১৬)।	যীশুও অন্তত তিন দিনের জন্যে হলেও মারা গিয়েছিলেন (মথি ১২:৪০; ১৬:২১)
ঈশ্বরকে মানুষ চোখে দেখেনি বা চোখে দেখা সম্ভব নয় (১ম তীমথিয় ৬:১৬; যাত্রা পুস্তক ৩৩:২০)	মানুষ যীশুকে স্বচখে দেখেছে ও তাঁর সাথে মিশেছে (১ম যোহন ১:১ পদটি বেশি গুরুত্ব দেয়)

অনেক ক্ষেত্রে যীশুর ইচ্ছা বা আকাংক্ষা ঈশ্বরের থেকে ভিন্ন ছিল (মথি ২৬:৩৯; যোহন ৫:৩০)।

সেই শিশুকাল থেকে "যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন" (লূক ২:৫২)। যীশু স্বায়ং ঈশ্বর হলে কখনই এমন বৃদ্ধির প্রয়োজন হত না।

যীশু নিজে নিশ্চিতভাবে জানেন না যে ঠিক কখন তিনি আবার ফিরে আসছেন, কিন্তু তাঁর পিতা, ঈশ্বর জানেন (মার্ক ১৩:৩২)।

ঈশ্বর যীশুর স্বতস্ফূর্ত বাধ্যতার বিষয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে যীশু স্বয়ং যদি ঈশ্বর হন তবে বিষয়টি বোধগম্য হয় না। ঈশ্বর না হয়েও মানব জাতির সাথে শুধুমাত্র একাত্মতা প্রকাশের জন্য এই পৃথিবীতে প্রতিকী হিসাবে বসবাস করলেও বিষয়টি বোধগম্য হয় না (মথি ৩:১৭; ১২:১৮; ১৭:৫)

ব্যক্তিগত স্বাক্ষ্য

০১. আমি রোমান ক্যাথলিক ছিলাম। আমি যখন গভীরভাবে যীশুকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করছিলাম তখন যীশুর মা মরিয়মের সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই দিনগুলিতে বাইবেল বেসিকস্ বইটির ত্রিত্ব অংশটি ভালোভাবে পড়লাম। পড়ে বেশ বিচলিত হলাম। আমি আমার চার্চের পুরোহিতের সাথে কথা বললাম, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি আমার সাথে কোন কথাই বলতে চাইলেন না। পড়াশুনা ও অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি এ বিষয়ে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মরিয়ম যদি কোন সাধারণ মানবীয় প্রকৃতি সম্পন্ন না হতেন তবে যীশু খ্রীষ্ট কখনই "মনুষ্য পুত্র" (কারণ তিনি মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেন) এবং "ঈশ্বরের পুত্র" (পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বর মরিয়মের উপর অলৌকিকভাবে কাজ করেন) কোনটাই হতে পারতেন না। সুতরাং অনিবার্য কারণেই তাকে একজন সাধারণ মহিলা হতে হয়েছিল। খ্রীষ্ট সাধারণ একজন মানুষ (ইব্রীয় ২:১৪-১৮; রোমীয় ৮:৩) ছিলেন একথার বাস্তব অর্থ হচ্ছে, তাঁর মা নিজেও ছিলেন এমনই একজন সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে তাঁর পিতা এমনটি ছিলেন না (ইয়োব ১৪:৪; ১৫:১৪; ২৫:৪)। এভাবে যখনই আমি উপলব্দি করতে পারলাম যে, মরিয়ম কোন অতি-প্রাকৃতিক বা অলৌকিক নারী ছিলেন না, তখনই বাকী সবকিছু আমার কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং আমি আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলাম।

০২. আমি একজন নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক ছিলাম। এক সময় হঠাৎ করে ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখা দিল, আমি বাইবেল পড়তে শুরু করলাম। জানলাম একজন মাত্র ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা আছেন। ঈশ্বর একজন মাত্র হতে পারেন না কিংবা পিতা পুত্র-পবিত্র আত্মা, এই ত্রিত্ব মতবাদগুলি আমি কখনই বুঝতে পারতাম না। তবে বাইবেল পড়তে পড়তে এখন আমি বুঝি যে, যীশু ঈশ্বরকে প্রকাশ করেছিলেন এ বিষয়টি বোঝা আসলেই খুব কঠিন। তবে আমি এতটুকু বুঝি যে, একজন মাত্র ঈশ্বর থাকলে, তিনি যীশুর পিতা হলে, স্বয়ং যীশু কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না। আমি অনেক মানুষের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি এবং তাদের অনেকেই বিষয়টিকে রহস্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন। এটা ঠিক যে, মানুষ হিসাবে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে সবকিছু জানতে পারি না। কিন্তু অন্যদিকে আমরা তাঁর কিছু কিছু মৌলিক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিতে পারি, যেমন, কতজন ঈশ্বর আছেন। এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া গেলে আমরা আসলে ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না এবং যদি কিছু না জানাই যায় তবে আবার নাস্তিক হয়ে যাওয়াই তো ভালো।

০৩. আমি মুসলীম ছিলাম। মুসলীম হিসাবে ভাবতাম, একজনই মাত্র ঈশ্বর বা আলাহ আছেন, যীশু অন্য আর দশজনের মতই একজন নবী। আমার জীবন নিয়ে আমি খুবই অখুশী বা অসন্তুষ্ট ছিলাম। কারণ আমি অনেক পাপ কাজ করেছি। ভাবছিলাম আমার উচিত ঈশ্বরের সাথে কথা বলে ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু ইসলাম ধর্মে এ ধরণের কোন ব্যবস্থা নাই। একদিন রাস্তায় একজন আমাকে একটা লিফলেট দিল, চিন্তা করলাম, ওটা পড়ে আরও বাইবেল বিষয়ক বই পড়ার জন্য লিখব। এ জন্য লিফলেটটি পকেটে রাখলাম। ওদের কাছে লেখার পর ওরা বাইবেল বেসিকস্ বইটি পাঠালো। প্রথম দিকে বইটির অনেক কথাই আমার কাছে অদ্ভুত মনে হত কিন্তু বিশেষ যে, বিষয়টি পড়ে আমি খুব আশ্চর্য্য হলাম তা হচ্ছে, এরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না যে, যীশুই ঈশ্বর ছিলেন। আমি মনে করতাম সব খ্রীষ্টিয়ানরাই এটা বিশ্বাস করেন কিন্তু এটা জেনে খুশী হলাম যে, সব খ্রীষ্টিয়ানরাই এটা বিশ্বাস করেন না। আমার জন্য যে বিষয়টি বোঝা বেশ কঠিন ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, যীশু শুধু একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, কারণ তিনি কখনই কোন পাপ করেননি। আমার অতীত জীবনের ধর্মে পাপকে কখনই এত গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। কিন্তু আমার কাছে এটা অনেক বড় বিষয় ছিল। সুতরাং এমন একজন মানুষ যিনি সারাজীবনে এতটুকুও পাপ করেননি, এবং শুধু এই কারণেই তিনি আমার ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তিদাতা হতে পারেন – এই বিষয়গুলিই আমার কাছে জোড়ালো আবেদন সৃষ্টি করল ও আমাকে অনুপ্রাণিত করল। এরপর থেকে আমি বিষয়গুলি নিয়ে যত চিন্তা করেছি ততই উপলব্দি করেছি যে, কেন তিনি ঈশ্বরের কাছে এত বেশি সম্মানীত হয়েছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর না হলেও তাঁর

সম্পর্কে বাইবেলে কেন এত উচ্চ ভাষায় এত মহান বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবশেষে এক সময় যখন আমি বুঝলাম যে, যীশু বাস্তবে আমার জন্যই ক্রুশে জীবন দিয়েছেন এবং তিনদিন পর আবার জীবিত হয়ে উঠেছেন, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে আমি তাঁর সংগে জীবন যাপন করব। আর ঠিকই আমি বাপ্তিস্ম নিলাম এবং আর কখনই পিছনে ফিরে তাকাইনি। জীবনের নানা সমস্যা অসুবিধার মধ্যেও এই সিদ্ধান্তই আমাকে বহন করে নিয়ে আসছে।

প্রশ্নাবলী — একজন বাস্তব যীশু

১। আসল খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের কেন্দ্রীয় বিষয় কি ?

২। ঈশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত কি ?

৩। যোহন ১৭:৩ পদ অনুযায়ী অনন্ত জীবন কি ?

৪। পবিত্র আত্মার শক্তি মরিয়মের উপর কাজ করায় কুমারী হওয়া সত্বেও মরিয়ম কাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন ?

৫। যীশুকে মানুষের জন্য কে উপহার দিলেন ?

৬। ঈশ্বর আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি কি যীশুকে সৃষ্টি করেছেন ?

৭। যীশু কি স্বর্গদূত ছিলেন ?

৮। ১ম পিতর ১:২০ পদ অনুযায়ী যীশু কি ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনায় ছিলেন ?

৯। কি কারণে যীশু সুসমাচারের প্রাণ কেন্দ্র ?

১০। যীশু কি রাজা দায়ূদের বংশধর হিসাবে কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে একজন পূর্ণ রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি হয়েছেন ?

১১। যীশু কি কারণে তাঁর মরণশীল জীবনের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হতে পেরেছেন ?

১২। যীশু কাদের দ্বারা এবং কোন্ শক্তির নির্ভরতায় "ঈশ্বরের পুত্র" হিসাবে প্রকাশ্যে ঘোষিত হন?

১৩। যীশু রক্ত-মাংসের দেহে এই জগতে আসার পূর্বে যীশুর সম্পর্কে ঈশরের পরিকল্পনা কেমন ছিল ?

১৪। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বা সন্তুষ্টির মধ্যে সব সময়ই কে ছিলেন ?

১৫। ঈশ্বর অব্রাহামকে যখন বলবেন, "এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম" তখন কি তার কোন সন্তান ছিল ?

১৬। খ্রীষ্টের মাঝে কার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় ?

১৭। ১ম তীমথিয় ২:৫ পদে কতজন ঈশ্বর আমরা পাই ? মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে মধ্যস্থকারী কে ?

১৮। "মধ্যস্থ" কথাটির অর্থ কি ?

১৯। ঈশ্বরের প্রকৃতি অনুসারে তিনি কি কখনই মৃত্যুবরণ করতে পারেন ?

২০। ইব্রীয় ৪:১৫ পদ অনুযায়ী যীশু কি আমাদের মতই প্রলোভিত বা পরীক্ষিত হয়েছিলেন ?

২১। যীশু সম্পূর্ণভাবে মানব প্রকৃতির মত হয়েও আমাদের মতই প্রলোভিত বা পরীক্ষিত হওয়া সত্বেত্ত কিভাবে জয়যুক্ত হলেন ?

২২। আমাদের সকল পরীক্ষার মূল কারণ কি ও কোথা থেকে সেটি উৎপন্ন হয় ?

২৩। যীশু স্বর্গদূতদের সাহায্য করেন না তিনি কার বংশ ধরদের সাহায্য করেন ?

২৪। সকল দিক দিয়ে তিনি যে তাঁর সাথী সকলের মত হতে পারেন সেই জন্য কি যীশু বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন ?

২৫। রোমীয় ৮:৩ পদ অনুযায়ী ঈশ্বর মানুষের পাপ দূর করবার জন্য কি করলেন ?

২৬। যোহন ১১:৩৫ অনুযায়ী যীশুর কি মানব প্রকৃতি ছিলো ? যদি আপনার উত্তর হয় 'না', তাহলে তিনি কাঁদলেন কেমন করে ?

২৭। যীশু ঈশ্বরের পুত্র হয়েও দুঃখভোগের মাধ্যমে আমাদের কি শিখালেন ?

২৮। যীশু কি আসলে স্বতস্ফূর্তভাবেই আমাদের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছেন, না ঈশ্বর যীশুকে জোড় করে বাধ্য করিয়েছেন জীবন দিতে ?

২৯। মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণের আগে কি যীশুর কোন অস্তিত্ব ছিল ?

৩০। যীশু ঈশ্বরের একজাত পুত্র হলে, কি তাঁর পিতা তাঁর চেয়ে বড় হবেন না ? - এ ক্ষেত্রে কি, একই হতে পারে ?

৩১। 'ত্রিত্ব' কথাটি কি বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় ?

৩২। ঈশ্বর ও যীশুর ক্ষেত্রে বাইবেলে বহুবার কোন শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে ? তারা কি একেবারে সমান বা একই ব্যক্তি কি ?

৩৩। আমরা যদি বলি যীশু কোনভাবেই বা সম্পূর্ণভাবে মানুষ ছিলেন না, তাহলে কি তাঁর সুসমাচারকে অস্বীকার করা হবে না ?

৩৪। প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষী কি উপলব্ধি করতে পেরেছিলো, মরিয়ম কোন অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক নারী ছিলেন কি ?

৩৫। দ্বিতীয় ব্যক্তিগত স্বাক্ষী 'পিতা পুত্র-আত্মা'- এই ত্রিত্ব মতবাদ কি বুঝতে পারতো ? তিনি কি বললেন, আমি এতুটুক বুঝি যে একজন মাত্র ঈশ্বর থাকলে, তিনি যীশুর পিতা হলে, স্বয়ং যীশু কখনই কি ঈশ্বর হতে পারেন ?

৩৬। তৃতীয় ব্যক্তিগত স্বাক্ষী 'যীশুই ঈশ্বর ছিলেন' - সব খ্রীষ্টিয়ানরাই এটা বিশ্বাস করেন না - এ বিষয় জেনে কি খুশী হলেন ? তার পর সে শেষ কি সিদ্ধান্ত নিলেন ?

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত

পি ও বক্স নং১৭১১২, টালিগঞ্জ এইচ, ও., কলকাতা, ৭০০০৩৩, **ভারত**

The Real Jesus

Bible Basics Leaflet 6

Published by **Christadelphian Bible Students**

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

P.O. Box 17112, Tollygunge H.O., Kolkata – 700033, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV Re-edit (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Bible Basics, PO Box 3034, South Croydon, Surrey, CR2 0ZA. UK.